জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৮তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।

সভার তারিখ ও সময় ঃ ০৮ জুলাই, ২০২০ সকাল ১১.০০ টা।

সভার স্থান ঃ ০১ নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ঢাকা।

জুম সভায় উপস্থিতি ঃ মোট ৪১ জন।

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। জনাব আবদুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি, গাজীপুর উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৭ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৭ তম সভা ২৪শে ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার বিকাল ০২:০০ ঘটিকায় ড. মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ০১ নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ২৬শে ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ২৫১৭ (২২) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৭ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থন করা হল।

আলোচ্য বিষয় ২ : আমন ২০১৯-২০২০ মওসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

রোপা আমন/২০১৯-২০২০ **মওসুমে** ১৫টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০টি হাইব্রিড জাতের বীজ জমা প্রদান করেছেন। যা নিম্ন ছকে দেয়া হল।

১ম বর্ষ ০৯টি :

ক্র:নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	বর্ষ	উৎস/দেশ
১.	Syngenta Bangladesh Ltd	S-1210 (S-7002)	1st Year	India
২.	Mitali Agro Seed Industries	PAN-2112-Gold	1st Year	India
৩.	3S Agro Services Limited	MR-8333	1st Year	India
৪.	Bayer Crop Science	Arize®INH16019 (Bayer hybrid-8)	1st Year	India
৫.	Ispahani Agro Ltd	Ispahani-10 (IAL-01)	1st Year	Bangladesh
৬.	Tinpata Quality Seeds Bangladesh Ltd	Tinpata Super-4 (BP-669)	1st Year	China
৭.	Tinpata Quality Seeds Bangladesh Ltd	Tinpata Super-5 (BP-672)	1st Year	China
৮.	BRAC International	BRAC Hybrid dhan 18 (BHRQ38)	1st Year	Bangladesh
৯.	Mitali Enterprise	MR-8383	1st Year	India

২য় বর্ষ ১১টি :

ক্র:নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	বর্ষ	উৎস/দেশ
১.	Supreme Seed Company Ltd.	Supream Hybrid Hira-25 (MRP-5222)	2nd Year	India
২.	Mahyco Bangladesh Private Limited	SURUCHI-1	2nd Year	India
৩.	3S Agro Services Limited	ARBH-1705	2nd Year	India
৪.	Winall Hi-Tech Seed Co. Bangladesh Ltd.	Winall Hybride Rice-9 (Win-215)	2nd Year	China
৫.	Lal Teer Seed Limited	LTHR-1	2nd Year	Bangladesh
৬.	Lal Teer Seed Limited	Tia	2nd Year	Bangladesh
৭.	Advanced Chemical Industries Ltd.	ACI Hybrid Dhan-11(RXLL-53)	2nd Year	India
৮.	North South Seed Limited	NSSL-5 (Golden-1)	2nd Year	India
৯.	North South Seed Limited	NSSL-6 (ARBH-1704)	2nd Year	India
১০.	Petrochem Agro-Industries Ltd.	Pioneer 27P22	2nd Year	India
১১.	BRAC International	AR1702 (BRAC Hybrid dhan 16)	2nd Year	India

উক্ত ২০টি হাইব্রিড জাতের সাথে ৩টি চেকজাতসহ মোট ২৩টি জাত ১টি সেটে ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। সেটে (কোড নং H-1350 থেকে H-1372) ২৩টি লাইন বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বরাবরে প্রেরণ করেন। সকল সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করা হয় । ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রন), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করার পর কোডসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় বর্ষে ট্রায়ালকৃত ১১টি জাতএর মাঠ মূল্যায়ন কোড ভিত্তিক ফলাফল Compilation পূর্বক সভায় উপস্থাপণ করা হয়।ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১১টি হাইব্রিড জাতের মধ্যে ৩টি জাত ৩ অঞ্চলে পাশ করে অঞ্চলভিত্তিক ও বাকি ৫টি জাত সারাদেশে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশযোগ্য হয়। হাইব্রিডের নিবন্ধনের পদ্ধতি অনুযায়ী আমন হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে চেকজাত ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর চেয়ে ৫% বেশী ফলন হলে নিবন্ধনের সুপারিশযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

সিদ্ধান্ত-১: ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ আমন মওসুমে ট্রায়ালকৃত ৮টি হাইব্রিড জাতের ১ম ও ২য় বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে চেক জাত ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর চেয়ে ৫% ফলন বেশী হওয়ায় আমন মওসুমে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল।

১.১ Winall Hi-Tech Seed Co. প্রস্তাবিত চীনের Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd. হতে সংগৃহিত Winall Hybrid Rice-9 (Win-215) জাতটি 'উইনাল হাইটেক হাইব্রিড ধান ৯ (Win-215)' হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল এই ৬(ছয়)টি অঞ্চলে পাশ করায় সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৬টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন/অনফার্ম) শতকরা ঢাকা ৭.১৯/৮.৯৫, চট্টগ্রাম ৩১.৯১/৩১.৯৩, খুলনা ২০.৭৫/২০.৯৭, রাজশাহী ৯.৬৩/১৩.৬৮, রংপুর ১৮.০৫/১২.৮৬ এবং বরিশাল ১৫.৩৫/২২.৩৫ ভাগ বেশী।

১.২ BRAC International প্রস্তাবিত ভারতের UPL Limited, Advanta seed International হতে সংগৃহিত BRAC Hybrid dhan-16 (BRAC AR1702) জাতটি 'ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৬(BRAC AR1702)' হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল এই ৫(পাচঁ)টি অঞ্চলে পাশ করায় সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৫টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন/অনফার্ম) শতকরা চট্টগ্রাম ২০.৯৭/২৩.৩৯, খুলনা ১৫.৪৭/১৬.৬৯, রাজশাহী ২৩.৬৭/২১.৫১, রংপুর ২২.০৬/১৭.৬১ এবং বরিশাল ২০.০৩/১৪.০৬ ভাগ বেশী।

১.৩ Supreme Seed Company Ltd. প্রস্তাবিত ভারতের Mahyco Private Ltd. হতে সংগৃহিত Supreme Hybrid Hira-25(MRP-5222) জাতটি 'সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা-২৫(MRP-5222)' হিসেবে ঢাকা,চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল এই ৫(পাচঁ)টি অঞ্চলে পাশ করায় সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৫টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস(অনস্টেশন/অনফার্ম) শতকরা ঢাকা ১২.৬৮/২০.৭১, চট্টগ্রাম ১০.২১/১১.৮০, খুলনা ২৩.২১/১৭.৪৬, রংপুর ২৯.৮৭/২৪.২০, এবং বরিশাল ১৬.৯২/১৩.২২ ভাগ বেশী।

১.৪ Mahyco Bangladesh Private Ltd. প্রস্তাবিত **ভারতের** Mahyco Private Ltd. হতে সংগৃহিত Suruchi-1(RXEL-41) জাতটি **'মাহিকো হাইব্রিড ধান ৪ (Suruchi-1)' হিসেবে** ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল এই ৫(পাচঁ)টি অঞ্চলে পাশ করায় সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৫টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন/অনফার্ম)শতকরা ঢাকা ১৩.২৩/১২.১৬, চট্টগ্রাম ১৩.৯৪/১৫.১৪, খুলনা ১৭.৮৫/১৪.৭৫, রংপুর ১৫.৫৩/১২.৫৬, এবং বরিশাল ১২.৮০/১৭.৩৫ ভাগ বেশী।

১.৫ Lal Teer Seed Limited প্রস্তাবিত নিজস্ব উৎস হতে সংগৃহিত Tia জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল এই ৩(তিন)টি অঞ্চলে পাশ করায় 'লাল তীর হাইব্রিড ধান ২ (Tia)' হিসেবে অঞ্চলভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৩টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন / অনফার্ম) শতকরা চট্টগ্রাম১১.৬২/১১.৩৮, খুলনা ৬.২৬/৬.১২এবং বরিশাল ১২.০৬/৫.২৯ ভাগ বেশী।

১.৬ North South Seed Limited প্রস্তাবিত ভারতের M/s. UPL Limited হতে NSSL-5 (Golden-1) জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল এই ৪(চার)টি অঞ্চলে পাশ করায় 'নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান ৫ (Golden-1)' হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৪টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন/অনফার্ম) শতকরা চট্টগ্রাম ১১.৬৮/১৫.১৭, খুলনা ১২.৬৩/১১.৯৫, রংপুর ২০.৩৬/১৯.৮৯ এবং বরিশাল ২৯.৪৭/২৮.৬৪ ভাগ বেশী।

১.৭ Advanced Chemical Industries প্রস্তাবিত ভারতের Maharashtra Hybrid Seeds Co. PVT Ltd. হতে সংগৃহিত ACI Hybrid Dhan-11(RXEL-53) জাতটি চট্টগ্রাম, রংপুর ও বরিশাল এই ৩(তিন)টি অঞ্চলে পাশ করায় 'এসিআই হাইব্রিড ধান ১১(RXEL-53)' হিসেবে অঞ্চলভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৩টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন / অনফার্ম) শতকরা চট্টগ্রাম ১৭.৭১/১৮.১৮, রংপুর ২০.৫৬/৯.৬৩এবং বরিশাল ১৪.৪৯/৮.৬১ ভাগ বেশী।

১.৮ Lal Teer Seed Limited প্রস্তাবিত নিজস্ব উৎস হতে সংগৃহিত LTHR-1 জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এই ৩ (তিন)টি অঞ্চলে পাশ করায় 'লাল তীর হাইব্রিড ধান ১ (LTHR-1)' হিসেবে অঞ্চলভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল। ৩টি অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালে চেক জাতের চেয়ে যথাক্রমে হেটোরোসিস (অনস্টেশন/অনফার্ম) শতকরা ঢাকা ১৩.৩৪/১৮.৬৬, চট্টগ্রাম ১১.৮৯/১১.০০এবং খুলনা১১.৬২/৭.৩৫ ভাগ বেশী।

আলোচ্য বিষয়-৩: বাংলাদশে ধান গবষেণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) র্কতৃক উদ্ভাবিত বোরো মওসুমের ২টি কৌলিক সারি যথাক্রমে IR 83484-3-B-7-1-1-1 ও HHZ5-DT20-DT2-DT1 ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ এবং ১টি আউশ মৌসুমের কৌলিক সারি BR9011-67-4-1 (কোড নং-I-003) ব্রি ধান৯৮ হিসেবে ছাড়করণ।

ক) IR 83484-3-B-7-1-1-1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৭): ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন এ IRRI 113 এবং BRRI dhan40 এর সংকরায়ণের পর ব্রি-তে বংশানুক্রমিক সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction এর মাধ্যমে F4 generation-সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় লবনাক্ত অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাছাই করা হয়। গাছ এর গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি., ডিগপাতা খাড়া, দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.২ ভাগ এবং আকার আকৃতি মাঝারি মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৫.৫ গ্রাম। জাতটি চারা অবস্থায় ১৪.০ ডিএস/মি.এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০ডিএস/মি. লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ বোরো মওসুমে বরশিাল ও খুলনার ২টি অঞ্চলের ৮টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৮টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৩.৭২ টন/হেক্টর ও চেকজাত ব্রি ধান২৮ এর গড় ফলন ১.৭৭ টন/হেক্টর এবং চেকজাত ব্রি ধান৬৭ এর গড় ফলন ২.৭২ টন/হক্টের। উল্লেখ্য যে, পাইকগাছা, খুলনা, কালিগঞ্জ ও সাতক্ষিরায় চেক জাত ব্রি ধান৬৭ এর সমস্ত গাছ মারা যাওয়ায় কোন ফলন পাওয়া যায়নি কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটি যথাক্রমে ১.৮৫ টন./হে. ও ২.৩৮ টন./হে. পাওয়া গেছে। পাইকগাছা, খুলনা, কালিগঞ্জ ওসাতক্ষিরায় লবণাক্ততার পরিমাণ যথাক্রমে ৮-১৩ ডিএস/মি: ও ৮-১৬ ডিএস/মি: ছিল। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল যথাক্রমে ১৫২ দিন ও চেকজাত ব্রিধান২৮ এর জীবনকাল ১৪৬ দিন এবং চেকজাত ব্রিধান৬৭ এর জীবনকাল ১৫০ দিন।

খ) BR9011-67-4-1 (কোড নং-I-003) (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৮): ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে MLT-145-2 এবং HR17512-11-2-3-1-4-2-3 কৌলিক সারির সাথে রোপা আউশ ২০০৮-০৯ সালে সংকরায়ণের করে বংশানুক্রমে সিলেকশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়।গাছ এর গড় উচ্চতা ১০৩-১০৬ সেমি, ডিগপাতা খাড়া, দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.৯% এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৯.৫%। চালের আকার আকৃতি লম্বাটে চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৬ গ্রাম।

উক্ত জাতটি ২০১৯-২০ আউশ মওসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুমল্লিা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, যশোর, সিলেট ও বরিশাল ১০টি কৃষি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং চেকজাত বিআর২৬ এর চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশি ফলন হয়েছে। ১০টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৫.০৯ টন/হেক্টর ও চেকজাত বিআর২৬ এর গড় ফলন ৪.৩১ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাত এবং চেকজাতের একই জীবনকাল অর্থাৎ ১১২ দিন।

গ) HHZ5-DT20-DT2-DT1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৯): ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইনে চীনের জনপ্রিয় জাত Huang-Hua-Zhan এবং ভিয়েতনামী জাত OM1723 এর সংকরায়ণ করে বংশানুক্রমিক সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাছাই করা হয়। গাছ এর গড় উচ্চতা ৯৪ সে.মি.,ডিগপাতা খাড়া, দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.১ ভাগ এবং আকার আকৃতি লম্বা চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৮ গ্রাম। জাতটি চারা অবস্থায় ১৪.০ ডিএস/মি.এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০ডিএস/মি. লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ **বোরো মওসুমে বরিশাল** ও খুলনার ২টি অঞ্চলের ৮টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৮টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন **৩.৬৩** টন/হেক্টর ও চেকজাত ব্রি ধান**২৮** এর গড় ফলন **১.৭৭** টন/হেক্টর **এবং চেকজাত ব্রিধান৬৭ এর গড় ফলন ২.৭২ টন/হেক্টর**। উল্লেখ্য যে, পাইকগাছা, খুলনা, কালিগঞ্জ ও সাতক্ষিরায় চেক জাত ব্রি ধান৬৭ এর সমস্ত গাছ মারা যাওয়ায় কোন ফলন পাওয়া যায়নি। কিন্ত প্রস্তাবিত জাতটি যথাক্রমে ০.৮৩ ট./হে: ও ০.২২ ট./হে: পাওয়া গেছে। পাইকগাছা, খুলনা ও কালিগঞ্জ, সাতক্ষিরায় লবনাক্ততার পরিমাণ যথাক্রমে ৮-১৩ ডিএস/মি: ও ৮-১৬ ডিএস/মি: ছিল। **প্রস্তাবিত জতের জীবনকাল** যথাক্রমে **১৫৫** দিন ও **চেকজাত ব্রি ধান২৮ এর জীবনকাল** ১৪৬ দিন **এবং চেজজাত ব্রি ধান৬৭ এর জীবনকাল ১৫০দিন।**

আলোচনার শুরুতে **সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো** মওসুমে ২টি কৌলিক সারি **এবং আউশ মওসুমের ১টি ধানের** কৌলিক সারি **বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত জানতে চান।** প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের ব্রি ধান৯৭,**ব্রি ধান৯৮ ও ব্রি ধান৯৯ জাতসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্রি'র প্রতিনিধির নিকট জানতে চান। এ বিষয়ে প্রজননাবদ ড.মো: এখলাছুর রহমান, পিএসও, ব্রি বলেন, প্রস্তাবিত** ব্রি ধান৯৭ **ও** ব্রি ধান৯৯ **জাত ২টি এ যাবতকালে ছাড়কৃত লবণসহিষ্ণু সকল জাত থেকে বেশি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাত ২টি চারা অবস্থায় ১৪.০ ডিএস/মি.এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতগুলো চেকজাত ব্রি ধান৬৭ এর গড় ফলন এর চেয়ে ৬টি স্থানে ০.৬৩-১.০৪ টন/হেক্টর বেশি (১৭-২৮% বেশি)।** ফলে **লবণাক্ত সহিষ্ণু ২টি** জাতই **"ইনব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি" মোতাবেক আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়নদল কর্তৃক** মুল্যায়ন ফলাফলে **০৮টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে ১০% এর বেশি ফলন পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন স্থানে চেকজাত ব্রি ধান৬৭ এর ফলন** শুন্য হলেও **প্রস্তাবিত** জাতের ফলন **হেক্টর প্রতি** প্রায় ২ টন পাওয়া গিয়েছে। **জাত ২টির মধ্যে কৌলিক বৈচিত্রতা রয়েছে যেমন-** একটি **লম্বা চিকন চাল এবং অন্যটি মাঝারি মোটা। এছাড়া উভয় কৌলিক সারিতে উচ্চমাত্রার এ্যামাইলোজ রয়েছে (২৫.৫-২৭%)। প্রস্তাবিত জাত ২টি স্বাভাবিক পরিবেশ অঞ্চলে ৭.৫ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম।**

প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৮ রোপা আউশ মওসুমে ১০টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং চেকজাত বি আর২৬ এর চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশি ফলন হয়েছে। রোপা আউশ মওসুমের এই কৌলিক সারিটি চিকন চাউল ও উচ্চমাত্রার এ্যামাইলোজ রয়েছে (২৭.৯%) কিন্তু বিআর ২৬ এ এ্যামাইলোজরে পরিমাণ কম (২২.৭%)। ফলে **"ইনব্রডি ধানরে জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি"** অনুসারে জাত ০৩টি ছাড়করণরে যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত (ক): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বোরো ধানের লবনাক্ত সহিষ্ণু কৌলিক সারিটি IR 83484-3-B-7-1-1-1বোরো মওসুমে ব্রি ধান৯৭ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

সিদ্ধান্ত (খ): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত আউশ ধানের কৌলিক সারিটি BR9011-67-4-1 আউশ মওসুমে ব্রি ধান৯৮ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

সিদ্ধান্ত (গ): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বোরো ধানের লবনাক্ত সহিষ্ণু কৌলিক সারিটি HHZ5-DT20-DT2-DT1 বোরো মওসুমে ব্রি ধান৯৯ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ০২টি গমের কৌলিক সারি (ক) BAW1208 ও BAW 1254 যথাক্রমে ডাব্লিউএমআরআই গম২ এবং ডাব্লিউএমআরআই গম৩ জাত ছাড়করণ।

(ক) প্রস্তাবিত ডাব্লিউএমআরআই গম ২ (BAW-1208) : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে ডাব্লিউএমআরআই গম ২ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত BARI Gom 26 এবং BARI Gom 25 নামক ২টি জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি ২০১৭ ও ২০১৮ সালের গবেষণা মাঠ পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সালে কৃষকের মাঠে উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহনশীল পরিলক্ষিত হয়েছে। গাছের উচ্চতা ৯৭-১০৬ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ লম্বা এবং দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম)। ফলন হেক্টর প্রতি ৪৫০০-৫০০০ কেজি। জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী, দাগ রোগ ও ব্লাস্ট রোগ সহনশীল এবং তাপ সহিষ্ণু। চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও আকারে সমান্তরাল, ঠোঁট ছোট এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। জাতটির বপনের সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত। তবে ডিসেম্বর মাসের ৫-১০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি ফলন দেয়।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ **রবি মওসুমে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর** ও **খুলনা** অঞ্চলের **১৩**টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। **১৩**টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন **৫.০৯** টন/হেক্টর ও চেক জাত **বারি গম৩২** এর গড় ফলন **৪.৬১** টন/হেক্টর। **প্রস্তাবিত জাতের** জীবনকাল **১০৮**দিন ও **চেকজাতের জীবনকাল ১০৪** দিন।

(খ) প্রস্তাবিত ডাব্লিউএমআরআই গম ৩ (BAW-1254): বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে ডাব্লিউএমআরআই গম ৩ জাতটি ROLF07/BOW/NKT//CBRD, FRET2/TUKURU FRET2 নামক ৪টি সিমিট লাইনের সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন প্রজন্মে ও আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জাতটি বিএডাব্লিউ ১২৫৪ নামে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি ২০১৭ ও ২০১৮ সালের গবেষণা মাঠ পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সালে কৃষকের মাঠে উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহনশীল পরিলক্ষিত হয়েছে। গাছের উচ্চতা ৯৭-১০৬ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ লম্বা এবং দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪২-৪৬ গ্রাম)। জাতটি ব্লাস্ট রোগ এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী (Resistant)।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ **রবি মওসুমে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর** ও **খুলনা** অঞ্চলের **১৩**টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। **১৩**টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন **৫.০০** টন/হেক্টর ও চেক জাত **বারি গম৩২** এর গড় ফলন **৪.৬১** টন/হেক্টর। **প্রস্তাবিত জাতের** জীবনকাল **১১০**দিন ও **চেকজাতের জীবনকাল ১০৪**দিন।

আলোচনার শুরুতে **সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ** গম ও ভুট্টা **গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত** ২টি কৌলিক সারি BAW1208 ও BAW1254 **বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে ড. হোসনেয়ারা বেগম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ, প্রস্তাবিত জাত ২টি ব্লাস্ট প্রতিরোধী** কিনা **জানতে চান। এ বিষয়ে ড. মো: এছরাইল হোসেন, মহাপরিচালক,** বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর বলেন, প্রস্তাবিত কৌলিক সারি BAW1208 পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী ও মধ্যম ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী এবং BAW 1254 জাতটি প্রকৃত পক্ষে ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ১টি উত্তম কৌলিক সারি। জাত ২টির সাথে চেকজাত হিসেবে সর্বশেষ ছাড়কৃত **বারি গম৩২ ব্যবহার করা হয়েছে এবং** প্রস্তাবিত জাতের **ফলন বেশি পাওয়া গিয়েছে।** প্রস্তাবিত জাতের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত (ক) : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের BAW-1208 কৌলিক সারিটিকে ডাব্লিউএমআরআই গম ২ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

সিদ্ধান্ত (খ): বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের BAW-1254 কৌলিক সারিটিকে ডাব্লিউএমআরআই গম ৩ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয়-৫: বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ০১টি স্থানীয় জাত চাঁদপুরী গেন্ডারী 'বিএসআরআই আখ৪৭' হিসেবে ছাড়করণ।

প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ৪৭ :বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ ৪৭ জাতটি ২০১২ সালে চাঁদপুরী গেন্ডারী নামে চিবিয়ে খাওয়া স্থানীয় আখ জাত হিসেবে বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চল হতে সংগ্রহ করা হয়। এটি চাঁদপুরী গেন্ডারী হিসেবে পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় চিবিয়ে খাওয়া আখ জাত বিএসআরআইআখ ৪২ এর সাথে তুলনা করার পর ২০১৮ সালে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এ জাতের কান্ড মাঝারী লম্বা, মধ্যম আকারের মোটা, নরম এবং নিরেট আকৃতির। পাতা

মাঝারি চওড়া ও হালকাসবুজ বর্ণের । এ জাতটি লালপঁচা রোগে মাঝারি প্রতিরোধী এবং স্মাট রোগ প্রতিরোধী। প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাতের তুলনায় ২০-২৫ দিন আগে পরিপক্ক হয় ।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ রোপন **মওসুমে** চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৪টি স্থানে (বান্দরবান, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং চাঁদপুর) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় । চারটি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ১৭১.৮৩ টন/হেক্টর ও চেক জাত বিএসআরআই আখ ৪২ এর; ১৬৬.৩৬ টন/হেক্টর । মূল্যায়ন কালে মাড়াইয়ের সময় প্রস্তাবিত জাত ও চেক জাতের গড় জীবনকাল ছিল ২৯৯ দিন । প্রস্তাবিত জাত এবং চেক জাতের চিবিয়ে খাওয়া উপযোগী আখের (Chewable cane) সংখ্যা যথাক্রমে ৮০.০৩ হাজার/হেক্টর এবং ৭২.৫০ হাজার/হেক্টর ।

আলোচনার শুরুতে **সভাপতি মহোদয়** বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ৪৭ **বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত জানতে চান । এ বিষয়ে ড. হোসনেয়ারা বেগম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ, প্রস্তাবিত জাতটি** স্মাট রোগ প্রতিরোধী কিনা **জানতে চান । ড. মো: আমজাদ হোসেন, মহাপরিচালক, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী বলেন, জাতটি** স্মাট রোগ প্রতিরোধী এবং জীবনকাল চেকজাতের চেয়ে ২৫ দিন কম ও ফলন বেশি। প্রস্তাবিত জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রস্তাবিত ০১টি স্থানীয় জাত চাঁদপুরী গেন্ডারী 'বিএসআরআই আখ৪৭' হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয়-৬: ব্র্যাক, বাংলাদশে র্কতৃক উদ্ভাবিত ০১টি আমন ধানের কৌলিক সারি BARDC 112-64-22-6-2-1- O-P; 'ব্র্যাক ধান ১' হিসেবে ছাড়করণ ।

প্রস্তাবিত ব্র্যাক ধান ১: BARDC 112-64-22-6-2-1-O-P (কোড নং-I-007) **ব্র্যাক** এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বিআর১১ এবং স্বর্ণা এর মধ্যে **সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় ।** ব্র্যাক কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে উক্ত কৌলিক সারিটির গবেষণা কার্যক্রম ২০১১ সন থেকে শুরু হয় এবং মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় । **গাছ এর গড় উচ্চতা ১১২ সে.মি., ডিগপাতা খাড়া, দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.০১ ভাগ এবং আকার আকৃতি মধ্যম মোটা ।** ১০০০ পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.২৮ গ্রা: ।

উক্ত জাতটি ২০১৯ **আমন মওসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর ও ময়মনসিংহ ১০টি কৃষি** অঞ্চলের **১০**টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। **১০টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে চেকজাত ব্রিধান৭১ এর চেয়ে শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি ফলন হয়।** ৬টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৬.৫৫ টন/হেক্টর ও চেকজাত **ব্রি ধান৭১** এর গড় ফলন **৫.২১** টন/হেক্টর । প্রস্তাবিত **জাতের** জীবনকাল **১২৮**দিন ও **চেকজাত ব্রি ধান৭১ এর জীবনকাল ১১৯দিন।**

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় ব্র্যাক র্কতৃক উদ্ভাবতি আমন মওসুমের কৌলিক সারিটির বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত জানতে চান। প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, ভাইস চ্যান্সলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতের **বিশেষ** বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে ব্র্যাক প্রতিনিধির নিকট জানতে চান । এ বিষয়ে মো: আজিজুল হক, প্রধান, সীড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ, ব্র্যাক, ঢাকা বলনে, বগুড়া থেকে দিনাজপুর পযর্ন্ত স্বর্ণা জাতের ধান চাষ করা হয় কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটি স্বর্ণা জাতের অনুরুপ তবে জীবনকাল ১০-১২ দিন কম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৫৫ টন । জাতটি অবমুক্ত হলে স্বর্ণা ধানের বিকল্প চাষাবাদ করা যাব। "ইনব্রিড ধানের জাতমূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি" মোতাবকে আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়নদলের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতটি ১০টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে ১০% এর বেশি ফলন পাওয়া গিয়েছে । ফলে "ইনব্রিড ধানের জাতমূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধত" অনুসারে জাতটি ছাড়করণরে যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে । এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : ব্র্যাক, বাংলাদেশ কর্তৃক উদ্ভাবিত আমন ধানের কৌলিক সারিটি BARDC 112-64-22-6-2-1- O-P; 'ব্র্যাক ধান ১' হিসেবে আমন মওসুমে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয় ৭ : NSB এর ১০২তম সভার নির্দেশনা মোতাবেক ব্রি কর্তৃক অবমুক্ত ধানের জাতের বাংলা ও ইংরেজী নামকরণ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর একটি পত্রের (পত্র নং- প্রজনন-১৬(৬)/৩৬৮; তাং-২৫/০৯/২০১৯খ্রি:) মাধ্যমে জানান যে, ব্রি থেকে উদ্ভাবিত ধানের জাত সমূহের নামকরণের জন্য এ পর্যন্ত নামের মধ্যে কোন "-" চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি (উদাহরণ: ব্রি ধান২৮, BRRI dhan28)। ব্রি কর্তৃক প্রকাশিত সকল বই, রিপোর্ট, B4R ডাটাবেজ, প্যারেন্টেজ ডাটাবেজ সর্বক্ষেত্রেই এই নিয়ম মেনে নাম লেখা হয়েছে ।

এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডে আলোচ্য বিষয় ২.৩ এর সিদ্ধান্ত (১) ব্রি, বারি, বিনা, বিজেআরআইসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবমুক্ত জাতের নামকরণের বিষয়ে কোন পরিবর্তন থাকলে কারিগরি কমিটিতে আবেদন করতে হবে । কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ড পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে । (২) এ ছাড়াও ব্রি, বিনা কর্তৃক অবমুক্ত ধানের জাত ছাড়করণের প্রস্তাবের সময় জাতের নামের পার্শ্বে ব্রাকেটে ফসলের মওসুম উল্লেখ করার বিষয়টি কারিগরি কমিটি যাচাই করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ

করবে। এ বিষয়ে প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, ভাইস চ্যান্সলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নাম লিখা হয় সেভাবেই লিখা দরকার এবং অবমুক্ত ধানের জাত ছাড়করণের প্রস্তাবের সময় জাতের নামের পার্শ্বে ব্রাকেটে ফসলের মওসুম উল্লেখ করা যৌক্তিক হবে না । এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত-১ : জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০ তম সভার আলোচ্যসূচীর-৩ এর সিদ্ধান্ত সংশোধন করে নিম্নবর্ণিতভাবে লিখার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল ।

উদাহরণ :

উদ্ভাবনকারী অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	ফসলের নাম	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাতের ক্রমিক নং	জাতের নাম (বাংলা)	জাতের নাম (ইংরেজি)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	ধান	২৮	ব্রি ধান২৮	BRRI Dhan28

সিদ্ধান্ত-২: ব্রি, বিনা কর্তৃক অবমুক্ত ধানের জাত ছাড়করণের প্রস্তাবের সময় জাতের নামের পার্শ্বে ব্রাকেটে ফসলের মওসুম উল্লেখ করা যৌক্তিক হবে না ।

আলোচ্য বিষয় ৮: বিবিধ-হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০, রোজ বুধবার বেলা ২.৩০ টা। হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে হাইব্রিডি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সভা আবদুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বষয়ে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধর নির্দেশিকা ২(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইব্রিড ধানের জাতমূল্যায়নের "আবেদন ফরমের সহিত জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে ০৮ (আট) কেজি নমুনা বীজসহ ট্রায়াল স্থাপনের খরচ বোরো মওসুমে ০৭ নভেম্বর, আউশ মওসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি ও আমন মওসুমে ১৫ মে -এর মধ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট পৌঁছাইতে হইবে।" নির্দেশিকা মোতাবেক ট্রায়াল খরচ বাবদ সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নাই। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, ট্রায়াল স্থাপনের খরচ ও নির্দেশিকার অন্যান্য বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি উপকমিটির সুপারিশের মাধ্যমে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : **নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে উপকমিটি গঠন করা হল :**

ক্র: নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর।	আহবায়ক
২.	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা ।	সদস্য
৩.	ড. মো: আবুল কালাম আযাদ, পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস) , বিনা, ময়মনসিংহ ।	সদস্য
৪.	ড. মো: জামিল হাসান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, হাইব্রিড রাইছ বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর ।	সদস্য
৫.	ড. এস বি নাসিম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, উইনল হাইটেক সীড কো:, বনানী, ঢাকা ।	সদস্য
৬.	এফ আর মালিক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, সিদ্দিকবাজার, ঢাকা ।	সদস্য
৭.	মো: আজিজুল হক, প্রধান, সীড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ, ব্র্যাক, মহাখালী, ঢাকা ।	সদস্য
৮.	মো: মকফরউদ্দিন আকন্দ, ভাইস চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কো: লি:, উত্তরা, ঢাকা ।	সদস্য
৯.	উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উপরোল্লিখিত গঠিত উপ-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে ।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

০৫/০৫/২০২০

(ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি

স্মারক নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০. ৮৮৬ তারিখ : ২৮/০৭/2020 খ্রি:।

বিতরণ : অবগতি ও সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫	-সভাপতি।	ec-barc@barc.gov.bd
২.	অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	-সদস্য।	lutfulhassan@yahoo.co.uk
৩.	অধ্যাপক ড. শহীদুর রশিদ ভূঁইয়া, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	-সদস্য।	ipbscfc2009@gmail.com
৪.	অধ্যাপক ড. নাসরিন আক্তার আইভি, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	-সদস্য।	ivy.bsmrau@yahoo.com
৫.	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	-সদস্য।	zilani71@gmail.com
৬.	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০	-সদস্য।	gmseed@badc.gov.bd
৭.	পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা	-সদস্য।	dfsw@dae.gov.bd
৮.	পরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা	-সদস্য।	cropswing@gmail.com
৯.	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	-সদস্য।	dir.res@bari.gov.bd
১০.	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	-সদস্য।	dr@brri.gov.bd
১১.	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	-সদস্য।	dirresarch@bina.gov.bd
১২.	পরিচালক (কৃষি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা	-সদস্য।	smrmujib62@gmail.com
১৩.	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	-সদস্য।	samajitpal@gmail.com
১৪.	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর	-সদস্য।	mdisrail@gmail.com
১৫.	অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর	-সদস্য।	adfapm@sca.gov.bd
১৬.	প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	-সদস্য।	azimseed@gmail.com
১৭.	কটন এগ্রোনমিষ্ট, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর	-সদস্য।	gewel_9368@yahoo.co
১৮.	বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ২ জন প্রতিনিধি	-সদস্য।	bsabd.2000@yahoo.com
১৯.	সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি	-সদস্য।	moynul60@yahoo.com,
২০.	সভাপতি, বাংলাদেশ কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন সমিতি	-সদস্য।	zilani71@gmail.com
২১.	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ৫/৩ এ, মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৫	-সদস্য।	-
২২.	জনাব মো: আজিজুল হক, প্রধান, সীড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ, ব্র্যাক, মহাখালী, ঢাকা-ব্র্যাক প্রতিনিধি।		azizul.ha@brac.net

অনুলিপি (কার্যার্থে) : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ/সীড রেগুলেশণ)/এডিডি (SR & QC), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।

২. সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ সিদ্দিকবাজার, ঢাকা (আপনার এসোসিয়েশন হতে ২জন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৩. অফিস কপি।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮/৭/২০২০

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি
ফোন নং-০২-৪৯২৭২২০০
dir.sca.gov.bd@gmail.com

28/07/2020